

اذْكَارَ طَرْفِي النِّهَارِ

সকাল-সন্ধ্যা পঠনীয় দোয়াসমূহ

মূল: মান্যবর আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ্ বিন বায (র.)



সকাল-সন্ধ্যা পঠনীয় দোয়াসমূহ

[ফজর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকাল এবং আসর হতে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সন্ধ্যা। যদি সূর্য উঠা বা ডুবার পূর্বে পড়তে না পারে, তবে পরে পড়ে নিবে]

১. সূরা এখলাস, ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসি পাঠ করা।

[তিনটি সূরা সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়লে সবকিছু থেকে নিরাপদে থাকবে] [সহীহ তিরমিযী হা: ২৮২৯]

[আয়াতুল কুরসী সকাল-সন্ধ্যা একবার করে পড়লে জিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে] [হাদীসটির সনদ উত্তম, ত্ববারানী]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاةُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

২. ল্যা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহ্ ল্যা শরীকা লাহ্, লাহ্‌লমূলকু ওয়ালাহ্‌ল হামদ, ওয়াহুয়া 'আল্যা কুল্লি শাইয়িন কুদীর।

“আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান।” [দশবার পড়লে ইসমাইল (রাঃ) -এর বংশের চারজন দাস আজাদ করার নেকি হবে। আর দিনে একশবার পড়লে দশজন দাস আজাদের সওয়াব হবে, একশ নেকি লিখা হবে, একশ পাপ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে এর চেয়ে বেশি আমলকারী ছাড়া আর কেউ তারচেয়ে উত্তম হতে পারবে না।] [বুখারী ও মুসলিম]

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

৩. সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহু ।

“আল্লাহ পূত পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য ।”

[যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশবার বলবে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে আর কেউ উত্তম কিছু নিয়ে হাজির হবে না । কিন্তু যদি কেউ অনুস্রূপ বা তার চেয়ে অধিক করে সে ব্যতীত ॥ [মুসলিম হা: ২৬৯২]

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

৪. বিস্মিল্লাহিল্লাযী ল্যা ইয়াহুয়রু মা‘আস্মিহী শাইয়ুন ফিল আরবি ওয়ালা ফিস্সামাই ওয়াহুয়াস সামী‘উল ‘আলীম ।

“আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সহিত পৃথিবী ও আকাশের কোন সৃষ্টি ক্ষতি সাধন করতে পারে না । তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা ।” [সকাল-সন্ধ্যা যে তিনবার পড়বে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না ॥ [সহীহ তিরমিযী হা: ২৬৯৮]

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

৫. আ‘উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ ।

“আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ শব্দসমূহের মাধ্যমে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।”

[যে সন্ধ্যায় তিনবার বলবে সে রাতে কোন বিষধর তার ক্ষতি করতে পারবে না ॥ [মুসলিম হা: ২৭০৯]

رَحِمَتِكَ يَا اللَّهُ رَبَّنَا وَإِلَّا سَلَامٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ شَيْءٌ نَبِيًّا رَسُولًا.

৬. রবী'তু বিল্লাহি রক্বা, ওয়াবিল ইসলামি ধীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন
[] নাবিয়্যার রসূলা ।

“আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে ধীন ও মুহাম্মদ [] কে নবী ও
রসূল হিসাবে সম্বোধিতপক্ষে পছন্দ করলাম ।”

[সকাল-সন্ধ্যা যে তিনবার করে পড়বে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে
সম্বোধিত করাবেন] [হাদীসটি হাসান, সহীহত তারগীব---হা: ৬৫৭]

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

৭. হাসবিয়াল্লাহু লাহ ইলাহা ইল্লা হুওয়া ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু
ওয়াহওয়া রক্বুল ‘আরশিল ‘আবীম ।

“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া আর কেউ সত্য ইলাহ
নেই। তাঁরই উপর ভরসা করি। তিনি আরশে আবীমের
প্রতিপালক ।” [সকাল-সন্ধ্যা যে সাতবার পড়বে আল্লাহ তার দুনিয়া-
আখেরাতে যা প্রয়োজন যথেষ্ট করে দিবেন ।] [হাদীসটি মাওকুফ
সহীহ, আবু দাউদ, জায়েদ আবু বকর (রহ:)-এর তাসহীহদু‘য়া:
পৃ: ৬৩৪]

أَصْبَحْنَا (أَمْسَيْنَا) عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ،
وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مَسْلَمًا وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

৮. আসবাহুনা [সন্ধ্যায় হলে বলবে: আমসায়না] ‘আলা ফিত্বরতিল
ইসলাম, ওয়া ‘আলা কালিমাতিল ইখলাস, ওয়া ‘আলা ধীনি
নাবিইয়্যিনা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা মিল্লাতি আবীনা ইব্রাহীম
হানীফাম্ মুসলিমা, ওয়াম্মা কানা মিনাল মুশরিকীন ।

আমরা সকাল করছি (সন্ধ্যায় হলে সন্ধ্যা করছি) ইসলামী ফিকহরতের (ঘীনের) উপর, ইখলাস তথা তাওহিদী কালেমার উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ]-এর ঘীনের উপর ও আমাদের জাতীর পিতা ইবরাহীম [ؑ]-এর মিল্লাতের উপর, যিনি একনিষ্ঠ ও প্রকৃত মুসলিম ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।” [হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে’ হা: ৪৬৭৪]

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، (وفى المساء) يقول: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

৯. আসবাহুনা ওয়া আসবাহালমুলকু লিল্লাহ্, ওয়ালহামদু লিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহুদাহ্ লা শারীকানাহ্, লাহলমুলকু ওয়ালাহল হাম্দ, ওয়াহুয়া ‘আলা কুদ্দী শাইয়িন কুদীর। রকি আসআলুকা খইরা মা ফী হাযাল ইয়াওম, ওয়া খইরা মা বা‘দাহ্, ওয়া আ‘উযুবিকা মিন শারুরি মা ফী হাযাল ইয়াওম, ওয়া শারুরি মা বা‘দাহ্, রকি আ‘উযুবিকা মিনালকাসাল, ওয়াসূইল কিবাহ্, রকি আ‘উযুবিকা মিন ‘আযাবি ফিন্নানার, ওয়া ‘আযাবি ফিল্কুবর। [সন্ধ্যায় বলবে:] আমসাইনা ওয়া আমসালমুলকু ---- রকি আসআলুকা খইরা মা ফী

হাযিহিল লাইলাতি ওয়া খইরা মা বা'দাহা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি হাযিহিল লাইলাতি ওয়া শাররি মা বা'দাহা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি হাযিহিল লাইলাতি ওয়ামা বা'দাহা----- ।

আমরা এবং সারা পৃথিবী আত্মাহুর জন্য সকালে উপনীত হলাম । আত্মাহুর জন্য সকল প্রশংসা । আত্মাহু ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই । তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই । সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য । তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতানীল । হে প্রতিপালক! আমি তোমার এই দিন ও তৎপরবর্তী সময়ের মঙ্গল কামনা করছি এবং এই দিন ও তৎপরবর্তী সময়ের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি । হে প্রতিপালক! অলসতা ও বার্থক্যের মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি থেকে তোমার নিকট আমি পরিত্রাণ চাচ্ছি । [সক্কায় বলবে:] আমরা এবং সমস্ত পৃথিবী আত্মাহুর জন্য সক্কায় উপনীত হলাম-----হে প্রতিপালক! আমি তোমার এই রাত ও তৎপরবর্তী সময়ের মঙ্গল কামনা করছি এবং এই রাত ও তৎপরবর্তী সময়ের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি----- ।”

[মুসলিম হা: ২০৮৯]

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا، وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَاِلَيْكَ
النُّشُوْرُ (وفى المساء يقول) : اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا، وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ
نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَاِلَيْكَ التَّصْيِيْرُ.

১০. আত্মাহুমা বিকা আসবাহুনা, ওয়াবিকা আমসায়না, ওয়াবিকা নাহুইয়া ওয়াবিকা নামুত, ওয়াইলাইকান্নুশূর । [সক্কায় বলবে:]

আল্লাহ্‌র বিকাশ আমসায়না, ওয়াবিকা আসবাহনা, ওয়াবিকা নাহিয়া
ওয়াবিকা নামুত্, ওয়া ইলাইকালমাখীর।

“হে আল্লাহ্‌ আমরা তোমার হুকুমে সকালে উপনীত হলাম এবং
তোমার হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত
থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব। আর তোমার
সমীপেই আমরা পুনরুত্থিত হব। [সন্ধ্যায় বলবে:] হে আল্লাহ্‌! আমরা
তোমারই হুকুমে সন্ধ্যায় উপনীত হলাম এবং তোমারই হুকুমে
আমাদের সকাল হয়। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি এবং
তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব। আর তোমারই দিকে
আমাদের প্রত্যাবর্তন।” [আদাবুল মুফরাদ, সনদ সহীহ হা: ১১৯৯]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ (أُنْسِيْتُ)، أَشْهَدُكَ، وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَنَلَائِكَ
وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

১১. আল্লাহ্‌র ইল্লী আসবাহত্ [সন্ধ্যায় বলবে: আমসাইত্] উশ্‌হিদুকা
ওয়া উশ্‌হিদু হামালাতা আবুশিক, ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামী'য়া
খলকিক, বিআন্নাকা আত্তাআল্লাহ্‌ লা ইলাহা ইল্লা আত্তা ওয়াহদাকা
লা শারীকা লাক, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুকা ওয়া রসূলুক।
“হে প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি প্রত্যাহা করেছি [অথবা সন্ধ্যা করেছি]
আমি তোমাকে, তোমার আবুশ বহনকারীগণকে, তোমার
ফেরেশতাগণকে ও তোমার সকল সৃষ্টজীবকে সাক্ষী রাখছি যে, তুমিই
একমাত্র আল্লাহ্‌, তুমি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তুমি একক
তোমার কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ [ﷺ] তোমার বান্দা ও

রসূল।” [যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা চারবার করে পড়বে আল্লাহ্ তাহে
আহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন ॥ [সহীহ আবু দাউদ]

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ (اَنْسَى) مِنْ بِنْفَةٍ، اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَوَيْكَ وَحْيٌ
لَّا شَرِيكَ لَكَ، فَالْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

১২. আল্লাহ্মা মা আসবাহা [সন্ধ্যায় বলবে: মা আমসা] নী মিন্
নি'মাতিন্, আও বিআহামিন্ মিন্ খলক্বিকা ফামিনকা ওয়াহুদিকা ল্যা
শারীকা লাক, ফালাকাল হামদু ওয়ালাকাশু শুক্ৰ ।

“হে আল্লাহ্! আমার সঙ্গে অথবা তোমার কোন এক মখলুকের সাথে
যে কোন নেয়ামত প্রভাত করেছে [সন্ধ্যায় হলে-সন্ধ্যা করেছে] তা
একমাত্র তোমারই নিকট হতেই। তোমার কোন শরীক নেই।
তোমার জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।” [যে ব্যক্তি সকালে
পড়বে সে সেদিনের শুকরিয়া আদায় করবে এবং যে সন্ধ্যায় বলবে
সে সে রাত্রির শুকরিয়া আদায় করবে ॥ [সহীহ আবু দাউদ]

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ اَسْتَفِيْتُ، اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ، وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ
مُرَّةَ عَيْنٍ.

১৩. ইয়া হাইয়ু ইয়া কুইয়ুম্ বিকা আস্তাফীস, আসলিহ্ লী শা'নী,
ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী তুরফাতা 'আয়ন্ ।

“হে চিরঞ্জীব! হে সবকিছুর ধারক! তোমার মাধ্যমে বিপদ মুক্তি
কামনা করছি। অতএব, আমার অবস্থা ঠিক করে দাও। আর চোখের
পলকমাত্র আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।” [হাদীসটি
হাসান, সহীহুল জামে' হা: ৫৮২০]

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

১৪. আল্লাহ্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহ্মা 'আফিনী ফী সাম'য়ী, আল্লাহ্মা 'আফিনী ফী বাশরী, ল্যা ইলাহা ইল্লা আনত।
[তিনবার]

“হে আল্লাহ! আমাকে আমার শরীরে, কর্ণে ও চোখে নিরাপত্তা দান কর, তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।” [হাদীসটি হাসান, সহীহ আবু দাউদ হা: ৪২৪৫]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

১৫. আল্লাহ্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকর, ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল কাবর, ল্যা ইলাহা ইল্লা আনত।

[তিনবার] “হে আল্লাহ! কুফুরী ও অভাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর কবরের আজাব থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।” [হাদীসটি হাসান, সহীহ আবু দাউদ হা: ৪২৪৫]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

১৩. আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আকীয়াতা ফিন্দুনইয়া ওয়াল
 আবিরাহ্, আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল
 'আকীয়াতা ফী ধীনী ওয়া দুন্‌য়াইয়া ওয়া আহ্নী ওয়া মালী,
 আল্লাহ্‌ম্মাসতুর 'আওরাতী ওয়া আমিন রাও'আতী,
 আল্লাহ্‌ম্মাহ্‌ফায়নী মিম্বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খলফী, ওয়া 'আন
 ইয়ামীনী, ওয়া 'আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী, ওয়া আ'উযু
 বি'আযামাতিকা 'আন উগতাল্লা মিন তাহতী।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ইহকালে
 ও পরকালে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা এবং
 আমার ধীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে নিরাপত্তা
 চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষসমূহকে ঢেকে রাখ
 এবং ভয়-ভীতি হতে আমাকে নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ আমার
 অগ্র, পশ্চাৎ, ডান, বাম এবং উর্ধ্ব থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।
 আর আমি ধ্বংসের অভয় গহবরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে তোমার
 মহত্বের অসিলায় পরিদ্রবন চাচ্ছি।" [হাদীসটি সহীহ, সহীহ আবু
 দাউদ হা: ৪২৩৯]

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَمَلِيكَهٗ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ
 الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَو، وَأَنْ أَقْتَرِبَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

১৭. আল্লাহ্‌ম্মা ফাত্বিরাস্‌সামাওয়াতি ওয়ালআরয, 'আলিমালগাইবি
 ওয়াশ্‌শাহাদাহ্, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়ামালীকাহ্, আশ্‌হাদু আল্লা
 ইলাহা ইল্লা আনত, আ'উযু বিকা মিন শাররি নাক্সী, ওয়াশাররিশ্

শায়ত্ব-নি গুয়াশিরকিহু, গুয়াআন আক্তারিকা 'আলা নাফসী সুআন
আও আজুরকহু ইলা মুসলিম।

“হে আল্লাহ! আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! গোপন ও প্রকাশ্য
পরিজ্ঞাতা! সকল বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছে নিজের
আত্মার অনিষ্ট, শায়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক হতে আশ্রয় চাচ্ছি।
আর নিজের আত্মার উপর কোন অন্যায় করা অথবা অপর মুসলিমের
প্রতি তা আরোপ করা থেকে পরিদ্রাণ চাচ্ছি।” [হানীসটি সহীহ,
সহীহুল জামে’ হা: ৭৮১৩]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلْمًا نَافِعًا، وَبِرِّقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

১৮. আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুক ‘ইলমান্ নাফি‘আ, ওয়ারিজকুন
দুইয়িবা, ওয়া‘আমালান মুতাক্ব্বালা।

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিজিক ও
মকবুল তথা গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।” [হানীসটি সহীহ,
সুনানে ইবনে মাজাহ হা: ৯২৫]

**اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.**

১৯. আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনতু, খলাকতানী
গুয়াআনা আব্দুক, গুয়াআনা ‘আলা ‘আহদিক, ওয়া গুয়া‘দিকা
মাত্তাহু‘তু, আউযু বিকা মিন্ শাররি মা সনা‘তু, আবুউ লাকা

নিন'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়াআবুউ লাকা বিয়ামবী, ফাগফির লী
ফাইন্লাহ্ ল্যা ইয়াগফিরুযযুনুবা ইক্বা আনত্ ।

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক । তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য
নেই । তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা । আমি
সাধ্যমতো তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গিকারের উপর কায়ম
রয়েছি । আমার কৃতকার্যের অপকারিতা হতে তোমার নিকট আশ্রয়
চাচ্ছি । আমার উপর তোমার যে সম্পদসমূহ রয়েছে তা আমি স্বীকার
করছি । আর আমার পাপসমূহকেও স্বীকার করছি । অতএব, তুমি
আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ছাড়া অন্য কেউ পাপ মাফ করতে পারে
না ।" [যে ব্যক্তি একদিন সহকারে সকাল-সন্ধ্যা একবার করে পড়বে
সেদিনে মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।] [বুখারী হা: ৬৩২০]

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ خَبِيرٌ مُّجِيدٌ.

২০. আল্লাহ্‌ম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ,
কামা সল্লাইতা 'আলা ইব্রাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীম,
ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ ।

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর প্রশংসা করুন এবং তাঁর পরিবারের
প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন ইব্রাহীম [ﷺ] ও তাঁর পরিবারের
প্রতি রহমত বর্ষণ করেছ । নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও পৌরবাচিত ।"

[নবী [ﷺ] বলেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা দশবার করে পড়বে সে
কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে]

[সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব: ১/২৭৩]

الانكار بعد الصلاة المفروضة

“ফরজ নামাযের পর পঠনীয় যিকর সমূহ”

(১) أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

১. আসতাগফিরুল্লাহ। (তিনবার)

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি মুসলিম ১/৪১৪

(২) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَبِكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

২. আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালা-মু, ওয়া মিনকাস্ সালা-মু, তাবারাকতা ইয়া যালজালা-লি ওয়ালা ইকরাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমর নিকট হতেই শান্তির আগমন। তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময় (একবার)-
মসলিম ১/৪১৪

(৩) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَائِرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহেদাহ্ লা-শারীকালাহ্ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা, মানি-আ লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু-ত্বিআ লিমা মানা-তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল্ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজ্যত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা প্রদান কর তাঁর বাধা দেওয়ার কেউ নেই, আর তুমি যা দিবে না তা দেওয়ার মতো কেউ নেই, তোমার গম্ব হতে কোন বিস্ত্রশালী বা পদমর্যাদা অধিকারীকে তার ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। (এক বার) [বুখারী ১/২২৫, মুসলিম-১/৪১৪]

(১) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَائِرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْيَقِينُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

8. লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহদাহ্ লা-শারীকালাহ্, লাহুল মূলকু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়িন্ হাদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিদ্বা-হি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়ালা না-বুদু ইল্লা ইয়্যা-হ্ লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাফলু ওয়া লাহু ছানা-উল হাসানু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ মুখলিছীনা লাহদু দ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরুন।

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজ্যত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়েই শক্তিশালী। কোন পাপ কাজ ও রোগ-শোক, বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। আর সং কাজ করার ও ক্ষমতা নেই আল্লাহ্ ছাড়া। আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামত

সমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই আল্লাহ্ ছাড়া
কোন মা'বুদ নেই, আমরা তাঁর সেওয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর
জন্যই একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কান্ধেরদের নিকট তা
অস্বীকৃত- [মুসলিম ১/৪১৫]

(০) سُبْحَانَ اللَّهِ

৫. সুবহান আল্লাহ্ (৩৩ বার)

অর্থ: আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

الْحَمْدُ لِلَّهِ

আলহামদুলিল্লাহ্ (৩৩ বার)

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ্র

اللَّهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ্ আকবর (৩৩ বার)

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

[এবং নিম্নের দোয়াটি পড়ে ১০০ পূর্ণ করবে।]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহ্দাহ্ লা-শারীকালাহ্ লাহ্লে মূলকু ওয়া
লাহ্লে হামদু ওয়াহ্য়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য মা'বুদ নেই। তিনি একক, তার
কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি
সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [মুসলিম- ১/৪১৮]

(৬) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ، لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ جِفْلَهٗنَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

৬. আল্লাহ্‌লা-ইলাহা-ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কায়্যুম, লা তা'খুদুহ সিনাতু ও লানুম নাউম। লাহু মা ফিস সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরডি, মান যান্নাযী ইয়াশফাউ, ইনদাহ ইল্লা বিইযনিহী ইয়ালামু মা-বাইনা আইনীহিম ওয়ামা খালফাহম ওয়াল্লা ইয়ুহিতুনা বিশাইইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ, ওয়ানি-আ কুরসিয়্যাহ্‌স সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, ওয়াল্লা ইয়াউদুহ জিফলহানা, ওয়া হুয়াল আলিয্‌যুল আযীম।

অর্থ: আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারেনা এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? আগে নিছের সব কিছু তিনি জানেন। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদব্যতীত তাহার জ্ঞানের কোন কিছুই তার আয়ত্ত্ব করতে পারেনা। তাহার আসন- আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। তাঁর এ দুটোর সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ সর্বাপেক্ষা মহান। [সূরা বাক্বারা- ২৫৫/নাসাঈ- ৩/৬৮]

তারপর সূরা "ইখলাস" সূরা "ফালাক" ও সূরা "নাস" পাঠ করবেন। [আবু দাউদ- ২/৮৬ নাসাঈ ৩/৬৮]

* মাপরিব ও ফজরের পর সূরা "ইখলাস" সূরা "ফালাক" ও সূরা "নাস" তিনবার করে পড়বেন। এটিই উত্তম।